বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের বিষয়ক মৌলিকা প্রশিক্ষন নির্দেশিকা

রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট জন্মকথা ও ইতিহাস

প্রশিক্ষক
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

দুইটি দেশ ,একটি যুদ্ধ........

২৪ জুন ’ ১৮৫৯ ইং

ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া....

১৮৫৯ সালের ২৪ জুন , ইতালীর উত্তরাঞ্চলের স্যালফেরিনো নামকস্থানে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে মানব ইতিহাসের এক ভয়াবহ ও মারাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রায় ১৬ ঘন্টা ব্যাপী এই যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে হতাহত হয় প্রায় ৪০ ,০০০ সৈন্য আহত সৈন্যরা বিনা চিকিৎসায় যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করছিল। সেই সময় সে পথ দিয়ে সুইজারল্যান্ড এর এক যুবক ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ফ্রান্সের তৃতীয় নেপলিয়ন এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন। যুদ্ধ পরবর্তী মর্মান্তিক , করুন ও ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং আশেপাশের গ্রামবাসীদের ডেকে এনে আহতদের সেবা-শুশ্রুষা করেন। এরাই রেড ক্রসের প্রথম স্বেচ্ছাসেবক যাদের অধিকাংশ ছিলেন মহিলা।

একজন মানুষ ,একটি বই............

১৮৬২ ইং

সেই যুবক যুদ্ধের ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় স্মৃতি ও তার প্রতিকারের জন্য “এ মেমোরি অফ স্যালফেরিনো নামে একটি বই রচনা করেন যা **১৮৬২ সালে** প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি বিশ্ব বিবেকের কাছে এক মানবিক আবেদন জানান। তার এই বইটি বিশ্বের মানুষের কাছে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। বইটির মূল কথা ছিল **‘ আমরা কি পারিনা প্রতিটি দেশে একটি সেবামূলক সংস্থা গঠন করতে, যারা শত্রু মিত্র নির্বিশেষে আহতেদের সেবা করবে’ ।**

সে সময় জেনেভায় একটি সমাজ সেবা সংগঠন " পাবলিক ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি " সর্বপ্রথম তার আবেদনে সাড়া দেয়।

একটি কমিটি ও একটি সংস্থা..................

১৮৬৩ সালে ৯ ফেব্রুয়ারী সেই যুবক যার নাম ছিল জ্বীন হেনরী ডুনান্ট তিনি ও ৪ জন জেনেভাবাসীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন যা ‘ কমিটি অফ ফাইভ ’ নামে পরিচিত। পরবর্তিতে এই কমিটির নাম পরিবর্তিত হয়ে International Committee of the Red Cross বা ICRC হয়। একই বছর ২৬ অক্টোবর এই কমিটি ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহবান করে। সম্মেলনে ডুনান্টের মহতী প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা ও গৃহীত হয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে রেড ক্রস জন্মলাভ করে।

কমিট অফ ফাইভের গঠন ছিল নিম্নরূপঃ

প্রেসিডেন্ট ঃ জেনারেল উইলিয়াম হেনরী দ্যুফর
ভাইস প্রেসিডেন্ট ঃ গুস্তাফ ময়নিয়র
সেক্রেটারী ঃ জ্বীন হেনরী ডুনান্ট
সদস্য ঃ ডঃ লুইস আপ্পিয়া
সদস্য ঃ ডঃ থিয়ডর মাউনোইর

এরা সকলেই ছিলেন সুইস নাগরিক।

- তিনি ১৮২৮ সালের ৮মে সুইজারল্যান্ডের রু ভারদেইনি নামক শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জীন্ জ্যাকুয়াস ডুনান্ট এবং মা এ্যানা এন্টোইনেট কোলাডন।
- তিনি ১৮৬২ সালের নভেম্বর মাসে `A Memory of Solferino` (সলফেরিনোর স্মৃতি) নামক একটি বই রচনা করেন।
- ১৮৬৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী ০৪ জন সুইস নাগরিককে সাথে নিয়ে Comittee of Five গঠন করেন।
- জীন্ হেনরী ডুনান্ট ১৯০১ সালে ডিসেম্বর মাসে বিশ্বে ১ম শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- তিনি ১৯১০ সালে ৩০ অক্টোবর ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস

- জীন্ হেনরী ডুনান্ট রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি ৮ মে জন্মগ্রহন করেন তাই ডুনান্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সারা প্রতিবছর মে মাসের ৮ তারিখ ' বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে থাকে।

আর্ন্তজাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মুলনীতি

১৯৬৫ সালে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্টর ২০ তম আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে ৭টি নীতিমালা গৃহিত হয়

১৯৬৫ সালর অক্টোবরে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ২০ তম আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মুলনীতিগুলো সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

মানবতা	HUMANITY
পক্ষপাতহীনতা	IMPARTIALITY
নিরপেক্ষতা	NEUTRALITY
স্বাধীনতা	INDEPENDENCE.
স্বেচ্ছামুলক সেবা	VOLUNTARY SERVICE
একতা	UNITY
সার্বজনীনতা	UNIVERSALITY

মানবতা

কোন প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সাহায্যের উদ্দেশ্য সৃষ্ট আন্তর্জাতিক রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র মানুষের দুঃখ- দুর্দশা প্রতিরোধ ও উপশম করার চেষ্টা করে। জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা এবং মানুষের সম্মান বজায় রাখা এর উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন পারস্পরিক সমঝোমা, বন্ধুত্ব , সহযেগিতা এবং সকল জাতির মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

পক্ষপাতহীনতা

এই আন্দোলন জাতি, গোত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস , শ্রেণী বা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করে না। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই আন্দোলন মানুষের কষ্ট লাঘবের ছেষ্টা করে এবং সবার্ধিক বিপদাপন্ন ব্যাক্তিদেরকে সাহায্যের অগ্রাধিকার দেয়।

নিরপেক্ষতা

সকলের বিশ্বাসভাজনের উদ্দেশ্য এই আন্দোলন সংঘর্ষ কালে কোন পক্ষ অবলম্বন করে না বা কোন সময় রাজনৈতিক, গোত্রগত, ধর্মীয় বা আর্দশগত মতবিরোধ অংশগ্রহন করে না।

স্বাধীনতা

এই আন্দোলন স্বাধীন। মানবসেবামুলক কাজে সরকারের সহায়ক হিসেবে জাতীয় সোসাইটি নিজ নিজ দেশের আইনের অধীনস্ত থাকলেও , আন্দোলন নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

স্বেচ্ছামুলক সেবা

একটি স্বেচ্ছাসেবামুলক ত্রাণ আন্দোলন হিসেবে এই আন্দোলনের কোন প্রকার স্বার্থ বা লাভ অর্জনের উদ্দেশ্য নেই।

একতা

কোন দেশে কেবলমাত্র একটি রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকতে পারে। সকলের জন্য এর দ্বারা অবারিত থাকতে হবে। দেশের সর্বত্র এর মানসেবামুলক কার্মকান্ড বিস্তৃত হতে হবে।

সার্বজনীনতা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

সম- মর্যাদা সম্পন্ন এবং পরস্পরকে সাহায্যের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যের অধিকারী জাতীয় সোসাইটিসহ গঠিত বিশ্বব্যাপী আন্তজার্তিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন সার্বজনীন।

রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট প্রতীক

চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত কোন এম্বুলেন্সকে সনাক্ত করার ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই চালু ছিল।

উনবিংশ শতাব্দিতেও লক্ষ্য করা গেছে এম্বুলেন্সকে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন দেশ যেমন

অষ্ট্রিয়া- সাদা
ফ্রান্স- লাল
স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্র- হলুদ

- এই সব রং ও এর বৈশিষ্ট্যের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিশেষ কোন পরিচয় না থাকায় প্রায়ই সামরিক আক্রমনের লক্ষবস্তু হিসাবে পরিণত হত। তৎকালে সামরিক বাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল ফ্রন্ট লাইন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত।
- যুদ্ধক্ষেত্রে- যুদ্ধাহত সৈনিকদের সেবা দেয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের সনাক্ত করার জন্য একটি পার্থক্যসূচক প্রতীকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সলফেরিনোর যুদ্ধে ব্যবহৃত এক ধরণের এম্বুলেন্স

- এই প্রেক্ষাপটে- **"Int'l standing committee for aid to the wounded soldiers"** ১৮৬৩ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়।

"a badge, uniform or armlet might usually be adopted so that bearers of such distinctive and universally adopted insignia would be given due protection."

১৮৬৩ অক্টোবর ২৩-২৯

১৬টি দেশের ৩১ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাহতদের সেবায় নিয়োজিত সকল দেশের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ একই ধরনের পার্থক্যসুচক একটি প্রতীক ব্যবহার করবে এবং সামরিক কমান্ডারগন তাদেরকে যথাযথ নিরাপত্তা দিবে।

- উক্ত কনফারেন্সে ডঃ লুইস আপ্পিয়া প্রস্তাব করেন "একটি সাদা ব্যাজ (বাহুবন্ধনী) বাম বাহুতে বেঁধে পার্থক্য সূচক প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হবে।
- পরবর্তীতে লুইস আপ্পিয়ার উক্ত প্রস্তাবকে আংশিক ভাবে সংশোধন ও সংযোজন করে বলা হয় সাদা ব্যাজ এর উপর একটি লাল ক্রস ব্যবহার করা হবে।
- ১৮৬৪ সালে রাশিয়া-ডেনমার্ক যুদ্ধে ডঃ লুইস আপ্পিয়া সর্ব প্রথম এই প্রতীক ব্যবহার করেন।

The new arm badge, used for the first time in the Prussian-Danish war by Dr. Louis Appia

This was a life saver in the war field for voluntary nurses

১৮৬৪

প্রথম জেনেভা কনভেনশনে আনুষ্ঠানিকভাবে রেড ক্রসকে সশস্ত্র বাহিনীর মেডিকেল সার্ভিসের পৃথক চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে আর্মি মেডিকেল সার্ভিসের নিরোপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা।

নিরোপেক্ষতার মর্যাদা পায় এরকম ব্যক্তিগণ রেড ক্রস প্রতীকের ব্যাজ ব্যবহার করবে। যা মিলিটারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা হবে।

১৮৭৬ : রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে অনুষ্ঠিত বলকানের যুদ্ধের সময় অটোমান সাম্রাজ্য ঘোষনা করে তারা রেড ক্রসের পরিবর্তে রেড ক্রিসেন্ট প্রতীক ব্যবহার করবে।

১৯০৭ ঃ

দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনে মানবিক আন্দোলনের জন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সুইজারল্যান্ডের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাদের জাতীয় পতাকার বিপরীত আকারে সাদা জমিনের উপর লাল ক্রসকে রেড ক্রস আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

১৯২৯ ঃ

তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনে রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট ও রেড লায়ন এন্ড সান এই তিনটি প্রতীককেই রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১৮৬৪

১৯২৯

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

১৯৪৯ :

প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ৩৮ অনুচ্ছেদে সেনা মেডিকেল সার্ভিসের সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে সাদা জমিনে রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্ট এবং লাল সূর্য ও সিংহ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

১৯৮০ :

ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান লাল সূর্য ও সিংহ প্রতীকের ব্যবহার স্থগিত করে রেড ক্রিসেন্ট প্রতীক ব্যবহার শুরু করে।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় সোসাইটিতে কেবল রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট প্রতীক ব্যবহৃত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস আন্দোলনের অন্যান্য অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রতীক

International Committee of the Red Cross

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

বাংলাদেশ

১৯৭২, বাংলাদেশ সরকার জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষর করে।

১৯৭৩ সালে আইন করে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় যা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। মানবিক সেবার প্রতীক হিসাবে রেড ক্রস এর আগে থেকেই বাংলাদেশের ভূখন্ডে ১৯২০ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।

১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের কয়েকটি বিধান বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার "জেনেভা কনভেনশন বাস্তবায়ন আইন ১৯৩৬" সংশোধন করে। এই আইনের ২ অনুচ্ছেদে রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্ট ও অন্যান্য প্রতীকের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে প্রতীক সংরক্ষণের এই আইন অমান্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৪ এপ্রিল ১৯৮৮, প্রতীক সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে বাংলাদেশের জাতীয় সোসাইটির নাম ও প্রতীক "রেড ক্রস" থেকে "রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি" তে রূপান্তর করা হয়।

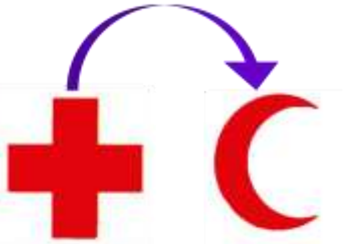

প্রতীকের অপব্যবহার

১) ইমিটেশন করা

রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্টের রং ও ডিজাইনের আকারে সজ্জিত করা নিষিদ্ধ

২) অনুচিত ব্যবহার

- কোন অননুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল ও মেডিকেল পেশায় যারা নিয়োজিত।
- প্রতীক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান- যারা রেড ক্রস আন্দোলনের মৌলিক নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কাজে প্রতীক ব্যবহার করছে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

৩) গুরুতর অপব্যবহার (বিশ্বাসঘাতক রূপে)

যুদ্ধের সময় প্রতীক প্রদর্শন করে সশস্ত্র ব্যক্তি ও সামরিক সরঞ্জাম রক্ষা করা বা প্রতীক ব্যবহারকারী সামরিক যানবাহনের মাধ্যমে সশস্ত্র সৈন্য বা গোলা-বারুদ পরিবহন করা।

এটা যুদ্ধাপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন:

তিনটি অংশীদারিত্বের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন বিশ্বব্যাপী পরিচালিত হয়।

ICRC — International Committee of the Red Cross (ICRC)

National Red Cross Red Crescent Societies

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট নীতিমালার অভিভাবক। এর **Motto** বা মূলমন্ত্র হচ্ছে "**In War Charity**"

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের একটি অংগ প্রতিষ্ঠান। এটি একটি স্বনির্ভর-স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, নিজস্ব সংবিধান দ্বারা পরিচালিত ও শুধুমাত্র সুইস নাগরিকদের নিয়ে গঠিত। এই প্রতিষ্ঠান রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

গঠনঃ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি শুধুমাত্র সুইজারল্যান্ডের নাগরিকদের নিয়ে গঠিত, যার সদস্য সংখ্যা ২৫ জন। **আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি এর ভূমিকাঃ** # নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান # উদ্যোগ নেবার অধিকার # রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট নীতিমালার অভিভাবক # জেনেভা কনভেনশনের উদ্যোক্তা ও তত্ত্বাবধানকারী	**কার্যাবলীঃ** ◇ যুদ্ধে আহত, যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক জনগনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। ◇ যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক জনগনের খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। ◇ অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা ◇ রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রচার ও প্রসার করা
IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ফেডারেশন হচ্ছে জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা। এটি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নিজস্ব সংবিধান রয়েছে। এর Motto মূলমন্ত্র হচ্ছে: "Through Humanity to Peace"	**কার্যাবলী ঃ** ◇বিভিন্ন জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সমূহের সমন্বয়কারী ও যোগাযোগ রক্ষাকারী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। ◇প্রতিটি স্বাধীন দেশে রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান ও সহযোগীতা করা ◇সর্বপ্রকার দূর্যোগকালীন সময়ে সম্ভাব্য সকল পর্যায়ে ত্রান সামগ্রী সরবরাহ করা। ◇প্রত্যেক জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে দূর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তা করা। ◇ আন্তর্জাতিক ত্রানের জন্য সমন্বয় সাধন ও তার ব্যবস্থা করা।
NS National Society প্রতিটি দেশে একটি করে রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকবে। এই সোসাইটি তার নিজ রাষ্ট্র ও আই সি আর সি কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।	**কার্যাবলী ঃ** ◇ ত্রান পরিচালনা ◇ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ ◇ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়কী কার্যাবলী ◇ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম ◇ উদ্ধার কার্য পরিচালনা ◇ যুব ও স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম ◇ তহবিল সংগ্রহ ◇ রক্ত কার্যক্রম ◇ তথ্য, জনসংযোগ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রচার ও প্রসার ইত্যাদি।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন Public International Law এর একটি শাখা। এই আইন সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় পালনীয়। এই আইনের মুল লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ, আহত, অসুস্থ অথবা যুদ্ধ বন্দিদের প্রতি যথাযথ আচরণ নিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন দুটি শাখার বিভক্ত :

১। জেনেভা আইন (জেনেভা কনভেন্শন) এবং

২। হেগ আইন (যুদ্ধ আইন)

১। জেনেভা আইন (জেনেভা কনভেনশন) ঃ এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সশস্ত্র সংঘর্ষের যারা শিকার তাদেরকে রক্ষা করা ও নিরাপত্তা বিধান করা। সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল সদস্য যারা সদস্য যুদ্ধ করতে অপারগ অর্থাৎ যারা আহত , অসুস্থ , জাহাজডুবির শিকার, যুদ্ধবন্দি এবং যে সকল লোক যারা সরাসরি যুদ্ধে বা কর্তৃতায় অংশ নেয় নি তথা বেসামরিক লোক।

২। হেগ আইন (যুদ্ধের আইন)ঃ এর আইন প্রতিপক্ষকে আঘাত করার পদ্ধতি, উপায়, অস্ত্র নির্বাচন, ক্ষমতা নির্ধারণ ও আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।

১৯৬৪ সালের ২২ আগষ্ট ১ম জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষররের মাধ্যমেই সুচনা হয় আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের।

জেনেভা কনভেনশনসমূহ

প্রথম জেনেভো কনভেনশন ২২ আগস্ট, ১৯৬৪	স্থলভাগে সামরিক বাহিনীর আহত ও অসুস্থ সৈনিকদের জন্য	নিরাপত্তা, পরিচর্যা ও সাহায্য করে
দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশন ৬ জুলাই , ১৯০৭	জলবাগে সামরিক বাহিনীর যে সমস্ত সৈনা জাহাজডুবির শিকার তাদের জন্য।	নিরাপত্তার সীমা বর্ধিত করে।
তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন ২৭ জুলাই, ১৯২৯	যুদ্ধবন্দীর ।	নিরাপত্তার বিধান করা ।
চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন ১২ আগস্ট, ১৯৪৯	১। অধিকৃত অঞ্চলের জনসাধারণ ২। শত্রু রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসাধারণ	নিরাপত্তার বিধান করা ।

১৯৪৯ সালের কুটনৈতিক সম্মেলনে পুর্ববতী তিনটি কনভেনশনের বিষয়বস্তুকে পুনবির্বেচনা পুর্বক সংশোধন করা হয়। সুতরাং বর্তমানে ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন বলতে ৪টি কনভেনশনকে বুঝানো হয়। যার বিশ্লেষণ নিম্নরুপ:

১। স্থলভাগে সশস্ত্র বাহিনীর আহত ও অসুস্থ অবস্থার উন্নতি (১২ আগস্ট ১৯৪৯)।

২। জলভাগে সশস্ত্র বাহিনীর অসুস্থ, আহত ও জাহাজডুবির ফলে ক্ষতিগ্রস্থ সৈন্যদের অবস্থার উন্নতি (১২ আগস্ট ১৯৪৯)।

৩। যুদ্ধবন্দীর প্রতি আচরণ (১২ আগস্ট ১৯৪৯)।

৪। যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা (১২ আগস্ট ১৯৪৯)।

১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালে হেগ সম্মেলনে গৃহীত আইনসমুহ ১৯৪৯ সালে কনভেনশনের পুনবিবেচনা করে সংযোজন করা হয়

তিনটি অতিরিক্ত প্রটোকল

১৯৭৭ সালে একটি কুটনৈতিক সম্মেলনে ১৯৪৯ জেনেভা কনভেনশনের দু'টি অতিরিক্ত প্রটোকল ১ এবং ২ গৃহীত হয়। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ৪টি বৈঠকের মাধ্যমে অপর দু'টি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

অতিরিক্ত প্রটোকল –৩ ঃ ২০০৬ সালর ২৯ তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ঘোষিত হয়।

প্রটোকল তিনটি হলোঃ-

প্রটোকল – ১) আন্তর্জাতিক সশস্ত্র বিরোধ ক্ষতিগ্রস্থদের নিরাপত্তা ।

প্রটোকল – ২) আন্তর্জাতিক সশস্ত্র বিরোধ (গৃহ যুদ্ধ/ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ)- এ ক্ষতিগ্রস্থ নিরাপত্তা।

প্রটোকল – ৩) 'রেড ক্রিস্টাল ' সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

যে সকল রাষ্ট্র ' জেনেভা কনভেনশনে' এ স্বাক্ষর করেছে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে,

(ক) শত্রু / মিত্র নির্বিশেষে সবার প্রতি সমান ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

(খ) ব্যক্তি মানুষ, তার সম্মান, পারিবারিক অধিকার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে।

(গ) ' আই সি আর সি' প্রতিনিধিদের যুদ্ধবন্দী শিবির পরিদর্শন এবং বন্দীদের সাথে সাক্ষাতে কথা বলার অধিকার / অনুমোদন দিবে।

(ঘ) অ– মানবিক ব্যবহার , গণ– হত্যা, অত্যাচার, নির্বাসন, লুন্ঠন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি যথেচ্ছা ধ্বংস ইত্যাদি নিষিদ্ধ করবে।

(ঙ) বর্তমানে জেনেভা কনভেনশন – এ স্বাক্ষর দাতা দেশের সংখ্যা = ১৮৯

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

যুব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের জন্ম ও ইতিহাস

১৮৯২ সালে অনুষ্ঠিত রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট এর ৫ম আন্তর্জাতিক সভায় মহিলাদের কমিটিতে পেশকৃত এক প্রস্তাবে রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট এর কার্যক্রম যুবকদের অংশগ্রহণের জন্য প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি বলে কমিটি প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে যুবকরা রেড ক্রস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৮৭০ সালে ফ্রাংকো-প্রুসিয়া যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সৈনিকদের নেদারল্যান্ডের স্কুলের ছেলেমেয়েরা ব্যান্ডেজ তৈরীতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ১৮৮৫ সালে বুলগেরিয়া এবং কানাডায় ছেলে-মেয়েরাও অনুরূপ কাজে অংশ নেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েরা আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষায় রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্টকে সহযোগিতা করতে থাকে।

১৯১৮ সালের মধ্যে জুনিয়র রেড ক্রস শাখা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইতালী এবং আমেরিকায় গঠন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের অনুমোদন ছাড়াই নিজ নিজ দেশের ছোটদের শাখা রেড ক্রস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

১৯২১ সাল পর্যন্ত জুনিয়র রেড ক্রস কার্যক্রম ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদনের পূর্বে আরও ৮টি দেশে রেড ক্রসের ছোটদের শাখা গঠন করা হয় এবং এরা নিজ নিজ যুব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে থাকে। এই দেশগুলো হল বুলগেরিয়া. চেকোশ্লাভিয়া, বৃটেন, হাঙ্গেরী, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং যুগোশ্লাভিয়া।

১৯২২ সাল পর্যন্ত ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ ১৮তম রেজুলেশনের মাধ্যমে জুনিয়র রেড ক্রস কার্যক্রমকে অনুমোদন প্রদান করে। প্রথম দিকে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরাই জুনিয়র রেড ক্রসের সদস্য হতে পারতো। কিন্তু এ কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করে ১৯২৪ সালে বিদ্যালয়ের বহির্ভূত ছেলে-মেয়েদেরকেও এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত ১৮১টি দেশে যুব রেড ক্রস গঠন করা হয় যার সদস্য প্রায় চার কোটি। জুনিয়র রেড ক্রস প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৯৬৫ সালের 'বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস' জুনিয়রদের প্রতি উৎসর্গ করা হয় "আজকের যুব রেড ক্রস আগামীকালের শক্তি" এই শিরোনামে। সে বছরই জুনিয়র রেড ক্রসের পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৬৫-১৯৭০) নিম্নলিখিত বাৎসরিক কার্যক্রম নিয়ে কাজ শুরু করে।

১. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা

২. প্রাথমিক চিকিৎসা

৩. মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ, গৃহ শুশ্রূষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং পানি থেকে উদ্ধার

৪. নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ এবং

৫. আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব।

***যুব রেড ক্রসের উদ্দেশ্য**

জুনিয়র রেড ক্রস মূলত বিদ্যালয় শিশুদের অতিরিক্ত শিক্ষা কর্মসূচী হিসেবে নেয়া হয় "কাজের মাধ্যমে শিক্ষা" এটাই মূলত এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। যুব রেড ক্রসের motto হলোঃ I Serve (সেবা ব্রতী)। প্রথমাবস্থায় প্রাথমিক শাখায়, পরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষায়তন বর্হিভূত যুবকদের মধ্যেও এর প্রসার লাভ করে। জুনিয়র রেড ক্রস উৎপত্তির প্রথমাবস্থায় এর লক্ষ্য হল ৩টি কিন্তু ১৯৭৫ সালে বেলগ্রেড রেড ক্রস সম্মেলনে সকলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যুব রেড ক্রসের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪টি; যথা:

১. জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা
২. সেবা ও সংহতি
৩. আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব, সমঝোতা ও শান্তির অন্বেষণে শিক্ষা এবং
৪. রেড ক্রস মূলনীতি ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিস্তার।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে ১৫টি বিদ্যালয় নিয়ে জুনিয়র রেড ক্রস কার্যক্রম শুরু হয়। পরে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ১৯৭৮ সনে যুব রেড ক্রস শাখা গঠন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষায়তন বর্হিভূত যুব রেড ক্রস দল গঠন করা হয়। যা বর্তমানে যুব রেড ক্রিসেন্ট নামে অভিহিত। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়সহ বাংলাদেশে যুব রেড ক্রিসেন্ট আওতাভুক্ত ১,৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,৫০,০০০। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যুব রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রম আন্দোলনকে সহশিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এর ফলে দেশে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক সৃষ্টি এবং মানবিক কার্যক্রমের গতিশীলতা আগামীতে এর আরো প্রসার ঘটবে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

- সংগঠন ও কার্যক্রম

ব্রিটিশ ভারতের ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি এ্যাক্ট ১৯২০ এর অধীনে রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার ফলে পাকিস্তানের ভৌগলিক এলাকায় পূর্বেও আইনের সামান্য রদবদল করে পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির পূর্ব পাকিস্তান ব্রাঞ্চ বাংলাদেশের জাতীয় সোসাইটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকারের নিকট স্বীকৃতি লাভের জন্য আবেদন করে। ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের এক আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। এরপর ৩১ মার্চ ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি আদেশ, ১৯৭৩ (পিও-২৬) জারি করেন। এই আদেশের বলে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি স্বীকৃতি লাভ করে এবং রেড ক্রস সোসাইটি এ্যাক্ট, ১৯২০ বাতিল বলে গণ্য করা হয়।

২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ তারিখে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের তেহরান সম্মেলনে বাংলাদেশে রেড ক্রস সোসাইটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

৪ এপ্রিল ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপতি আদেশের ৮ম সংশোধনী বলে 'বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি'র নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি" করা হয়। সেই সাথে বাংলাদেশে রেড ক্রস প্রতীকের পরিবর্তে রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয়।

*** বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির লক্ষ্য**

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সকল কর্মকান্ড এবং এর গঠনতন্ত্রে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতি প্রতিফলিত থাকবে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ম্যান্ডেটসমূহ নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

১. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা করা।

২. মানুষের দুর্ভোগ লাঘব ও অবস্থার উন্নতি করা।

৩. সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন ও তা বজায় রাখা।

৪. মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা।

৫. স্বাস্থ্যের উন্নতি, রোগ প্রতিরোধ ও উপশমের ব্যবস্থা করা।

৬. নার্সিং ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৭. মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

৮. দেশের যুব সমাজকে সুসংগঠিত করা।

৯. এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা করা।

১০. হাসপাতালের রোগীদের কল্যাণে নিত্য ব্যবহার্য, উপহার সামগ্রী সরবরাহ করা।

১১. আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এর উদ্দেশ্য অর্জন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

১২. সোসাইটি কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করা।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি গঠনঃ

সাধারণ পরিষদঃ

প্রতিটি ইউনিট থেকে নির্বাচিত ডেলিগেট-২ জন (৬৮ ইউনিট × ২) = ১৩৬ জন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সকল সদস্য

মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি: প্রতিরক্ষা বিভাগ - ১ জন
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - ১ জন
- ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় -১ জন
- সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় -১ জন

অনারারী সদস্যঃ জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, সাবেক সচিব -১ জন

সোসাইটির সাধারণ পরিষদ হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ। সাধারণ পরিষদ প্রতিবছর একবার বার্ষিকসাধারণ সভায় (AGM) মিলিত হয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক বাজেট ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন (অডিট রিপোর্ট) অনুমোদন করে। তাছাড়া, যে বছরে ব্যবস্থাপনা পর্ষদের নির্বাচন থাকে বার্ষিক সাধারণ সভায় উক্ত নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সাধারণ পরিষদের পক্ষে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা পর্ষদ গঠন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পর্ষদের গঠন নিম্নরূপঃ

১. চেয়ারম্যান - সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত
২. ভাইস চেয়ারম্যান - সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত
৩. কোষাধ্যক্ষ - ঐ
৪. সদস্য ১২ জন - ঐ

ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট। সোসাইটির মহাসচিব ব্যবস্থাপনা পর্ষদের 'সচিব' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবস্থাপনা পর্ষদেও কার্যকাল ৩ বছর।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

❑ ইউনিট:

রেড ক্রিসেন্ট এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিস্তার এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমকে সারা দেশব্যাপী পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি প্রশাসনিক জেলায় তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ৪টি মেট্রোপলিটন এলাকায় ১টি করে সিটি ইউনিট গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির (৬৪টি জেলা ও ৪টি সিটি) মোট ৬৮টি ইউনিট রয়েছে। ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি ইউনিটে একটি ইউনিট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়।

ইউনিট নির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	পদবী	সদস্যদের বিবরণ
১.	চেয়ারম্যান	স্থানীয় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে) ও ৪টি মেট্রোপলিটন সিটি ইউনিটসমূহের মেয়রবৃন্দ (পদাধিকার বলে)
[illegible]	ভাইসচেয়ারম্যান	ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত
৩.	সেক্রেটারী	ঐ
৪.	৫ জন সদস্য	ঐ
৫.	৩ জন সদস্য	সোসাইটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত

ইউনিট নির্বাহী পরিষদ মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট। প্রতিটি নির্বাহী পরিষদ ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা বাজেট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন (অডিট রিপোর্ট) অনুমোদন এবং নির্বাচন থাকলে নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন হয়। ইউনিটে সোসাইটির পক্ষে দায়িত্ব পালন করেন একজন ইউনিট লেভেল অফিসার (ULO).

❑ সচিবালয়ঃ

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রশাসনিক ও দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সচিবালয় রয়েছে। সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তর সচিবালয় হিসেবে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে। জাতীয় সদর দপ্তরে একজন মহাসচিব , একজন উপ-মহাসচিব, বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের দায়িত্বে বেশ কয়েকজন পরিচালক ও ইনচার্জ রয়েছেন। তাঁদেরকে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ পরিচালক, সহকারী পরিচালক, জুঃ সহঃ পরিচালকসহ অন্যান্য পদ মর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

❑ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সদস্যঃ

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিম্নোক্ত শ্রেণীর সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিধান রয়েছেঃ

আজীবন সদস্য	-	এককালীন ২০০০ (দুই হাজার) টাকা প্রদান করলে
বাৎসরিক সদস্য	-	বার্ষিক ১২০ (একশত বিশ) টাকা প্রদান করলে
প্রতিষ্ঠানিক সদস্য	-	কোন প্রতিষ্ঠান (স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি) বাৎসরিক ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা প্রদান করলে
অনারারী সদস্য	-	সোসাইটির কার্যক্রমে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে অনারারী সদস্যপদ প্রদান করা হয়
সহযোগী সদস্য	-	কোন ব্যক্তি ৫ (পাঁচ) গণ্য করা হয়। তবে এ ধরনের সদস্য বৃন্দের বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার বিধান নেই।

• বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম:

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তর সরাসরি এবং ইউনিটের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

১. দুর্যোগ ত্রাণ
২. স্বাস্থ্য কার্যক্রম
৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী
৪. অন্যান্য কার্যক্রম

ধন্যবাদ